রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
২১ নভেম্বর ২০১৩

## বাণী

'সশস্ত্র বাহিনী দিবস-২০১৩' উপলক্ষে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় জীবনে আমাদের অহংকার। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর অবদান জাতি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনালগ্ন হতেই সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ শত্রু সেনাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের এই দিনে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর উপর সর্বাত্মক আক্রমণ পরিচালনা করে। ফলশ্রুতিতে আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয় অর্জন ত্বরান্বিত হয়। অকুতোভয় সশস্ত্র বাহিনীর অনেক সদস্যই সেদিন দেশমাতৃকার জন্য অকাতরে জীবন উৎসর্গ করেন। এ দিবসে আমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের জন্য শাহাদত বরণকারী সশস্ত্র বাহিনীর বীর শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং যুদ্ধাহত ও শহীদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই।

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার মহান দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা প্রশংসনীয়। আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে নিয়োজিত থেকে দক্ষতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। এ দায়িত্ব পালনকালে অনেক সদস্য শাহাদত বরণ করেছেন। এ দিবসে আমি তাঁদের রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাদের পরিবারের সদ্যদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ কঠোর অনুশীলন, পেশাগত দক্ষতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠার মাধ্যমে তাঁদের গৌরব সমুন্নত রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস'-এ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি এবং এর সকল সদস্য ও তাঁদের পরিবারবর্গের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

# ARMED FORCES IN NATION BUILDING ACTIVITIES

**Civil & Military Relations Directorate, AFD**

Armed Forces came into being through an epoch making War of Liberation in 1971. On the 21st November in 1971, the valiant patriotic members of Armed Forces launched an orchestrated attack on occupation forces on the clarion call of our great leader Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahaman, which actually brought down the enemies to their knees compelling them to surrender on 16 December 1971. We snatched our invaluable independence through the struggle of people of all walks of life. Bangladesh Armed Forces has been always discharging its responsibilities with extreme sincerity whenever called for any national socio-economic development activities, humanitarian cause or for any sort of disaster management and rescue operation. However, a little account of nation building activities of Armed Forces in last one year is highlighted below:

**Bangladesh Army:** A few contemporary humanitarian and nation building activities accomplished by Bangladesh Army are cited as under:

**a. Beautification Projects Facilitating Recreational Arrangements for Residents of Dhaka City:**

The Hatirjhil-Begunbari canal development project would facilitate the road traffic and open the river traffic in the city. It has become a recreational site for the people also. Besides, Bangladesh Army implemented another project of this kind named 'Development of Dhanmondi Lake'. This project would also turn into a recreational place for the city dwellers.

**b. Communication Development Projects in Dhaka City:** The Banani Railcrossing Overpass and Bahaddarhat Flyover projects were undertaken to get rid of the unbearable regular traffic congestion in the cities. These projects were the part of improvement of road communication and national development plan. The Banani Overpass project could have been accomplished successfully before six months of its scheduled time line due to extreme sincerity, dedication and dutifulness of the members of Bangladesh Army.

**c. Relocation of Drainage System Along with Land Development Project of Hazrat Shahjalal International Airport:**

Under the development project of drainage system of Hazrat Shahjalal International Airport project, Bangladesh Army undertook various works including construction of retaining wall excavation of new canal for drainage system and construction of culverts etc.

**d. Development Project of Graveyard Near the National Martyred Mausoleum:** Bangladesh Army has been working relentlessly with highest sincerity and dedication for the development of a graveyard near the national mausoleum at Rayer Bazar. The project is expected to be completed by June next.

**e. Servicing Project of Meghna and Gomoti Bridge:** Bangladesh Army was called for to undertake the servicing work of Meghna and Gomoti Bridge on emergency basis when the servicing of both the bridges became imminent. Bangladesh Army accordingly undertook the servicing work immediately. On completion of ongoing servicing work, both the bridges can be in service without any risk at least for next 10 years.

**f. Joydevpur-Mymensingh Highway Development Project:** The repair work of Joydevpur-Rajendrapur and Rajendrapur-Maona roads was assigned to Bangladesh Army for implementation. On implementation of the projects, the road communication between Dhaka-Mymensingh will be broadly improved, which in turn will help rapid industrialization of the country.

(See Supplement Page S4)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০
২১ নভেম্বর ২০১৩

## বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৩ উপলক্ষ্যে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

গৌরবময় ঐতিহাসিক এই দিনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর শহীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের প্রতি যারা দেশমাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনতা, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানী বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণের সূচনা করেন। এর ফলশ্রুতিতে ১৬ই ডিসেম্বর হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীকে পরাজিত করে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১শে নভেম্বর "সশস্ত্র বাহিনী দিবস" পালন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন। তাঁর হাতে গড়া সেই বাহিনী আজ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন তাঁদের সকল কর্মকাণ্ডে।

বর্তমান সরকার জাতির পিতার নির্দেশে ১৯৭৪ সালে প্রণীত প্রতিরক্ষা নীতির আলোকে "ফোর্সেস গোল ২০৩০" এর আওতায় সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছেন।

আমি আশা করি, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্য দেশপ্রেম, পেশাদারিত্ব এবং উন্নত নৈতিকতার আদর্শে স্ব স্ব দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবেন।

আমি "সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০১৩" উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সেনাবাহিনী প্রধান

## বাণী

একুশে নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার আহ্বানে সাড়া দিয়ে দেশকে শত্রুমুক্ত করতে আপামর জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিন বাহিনীর অকুতোভয় বীর সেনানীদের সাথে একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে অপ্রতিরোধ্য আক্রমণের সূচনা করেছিল এবং অর্জিত হয়েছিল আমাদের কাঙ্ক্ষিত বিজয়। এই মহান দিনে আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সকল সামরিক এবং অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজকের এই বিশেষ দিনটি সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের সাথে অসামরিক জনগণের সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত হয় আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। মহান মুক্তিযুদ্ধে সীমাহীন ত্যাগ-তিতীক্ষা ও লাখো শহীদের প্রাণের বিনিময়েই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। বিশেষ এই দিনে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করছি সেইসব অকুতোভয় বীর শহীদদের, যাঁদের আত্মোৎসর্গে এবং সুমহান ত্যাগে অর্জিত হয়েছে আমাদের প্রাণপ্রিয় স্বাধীনতা। আমি আত্মোৎসর্গকারী সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আজ একটি সুদক্ষ, সুশৃঙ্খল ও সুসংগঠিত বাহিনীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আমাদের অকুতোভয় বীর সেনানীরা জাতীয় দুর্যোগ মোকাবেলায় এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে নিজেদের আন্তরিকতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, উন্নত পেশাগত দক্ষতা এবং সর্বোপরি নিষ্ঠার সাথে স্বীয় দায়িত্ব পালন করে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। আশা করি আগামীতেও মাতৃভূমির অখন্ডতা রক্ষা তথা জাতীয় যে কোনো প্রয়োজনে সেনাবাহিনী সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সদা প্রস্তুত থাকবে এটাই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

সশস্ত্র বাহিনী দিবসে আমি দেশে-বিদেশে দায়িত্ব পালনরত সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের মঙ্গল কামনা করছি। মহান এ দিবসের চেতনা আমাদের সকলের মনে চির জাগরূক থাকুক। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

ইকবাল করিম ভূঁইয়া
জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধান

## বাণী

২১ নভেম্বর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল দিন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এ দিনের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের দেশমাতৃকার অতন্দ্র প্রহরী সশস্ত্র বাহিনী সর্বস্তরের জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে এ দিনটির কথা স্মরণ করে।

মহান স্বাধীনতা আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্জন। বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭ই মার্চের বিপ্লবী আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে বাঙালি জাতি বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাক হানাদার বাহিনীর উপর। শুরু হয় স্বাধীনতা যুদ্ধ। সশস্ত্র যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বরে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। এরই ফলশ্রুতিতে বিজয় ত্বরান্বিত হয়। সশস্ত্র বাহিনীর কৌশলী আক্রমণে নিশ্চিত হয় ১৬ ডিসেম্বরের চূড়ান্ত বিজয়।

সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জাতির গর্বিত সন্তান। স্বাধীনতা যুদ্ধে দীপ্তিময় ২১ নভেম্বরের দৃষ্টান্ত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা চিরদিন স্মরণ রাখবে। ২১ নভেম্বর তাদেরকে জীবনের বিনিময়ে মাতৃভূমিকে শত্রুমুক্ত রাখতে অনুপ্রেরণা জোগায়। বাংলার দামাল সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা এদেশের শহীদ বীরদের আত্মদানকে জাগরুক করে রেখেছে। সেই গর্বিত সশস্ত্র বাহিনী আজ দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা ও জাতিগঠনমূলক কাজে অংশগ্রহণসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।

২১ নভেম্বর সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে নিজেদের বীরত্ব ও ঐতিহ্য সমুন্নত রাখার উদ্দীপনা জোগায়। মহান ২১ নভেম্বরের তাৎপর্য ও চেতনা ধরে রাখার উদ্দেশ্যে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ কর্তৃক জাতীয় দৈনিকে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বস্তরের সামরিক ও বেসামরিক সদস্যগণকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন। মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদের সহায় হোন। আমিন।

এম ফরিদ হাবিব
ভাইস এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনী প্রধান

## বাণী

২১ শে নভেম্বর তথা সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের মহান মুক্তিযদ্ধের ইতিহাসে ত্যাগের মহিমা আর গৌরবগাঁথায় সমুজ্জ্বল একটি দিন। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তি সংগ্রামের অবিস্মরণীয় এ দিনটিতে আমাদের গর্বিত সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর বীর সেনানীরা মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত দেশের আপামর জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে রচনা করে সমন্বিত ও সর্বাত্মক আক্রমণ। গভীর দেশপ্রেম আর আত্মশক্তিতে বলীয়ান এ সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় আমাদের চূড়ান্ত বিজয়। অর্জিত হয় মহান স্বাধীনতা - জন্ম হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। এ দিনটি তাই আমাদের জাতীয় জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবোজ্জ্বল দিন।

আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের চেতনায় উদ্বুদ্ধ আজকের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি তাঁদেরকে - যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। আর এই লাল সবুজ পতাকার মান সমুন্নত রাখতে সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনারা যে বীরত্বগাঁথা রচনা করে গিয়েছেন - তা অনাদিকাল ধরে তাঁদের উত্তরসূরিদেরকে দেশের যে কোন ক্রান্তিলগ্নে নিজেকে বিলিয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি বিশ্বাস করি, এ দিনের সঞ্চিত প্রেরণা আমাদের যুগ যুগ ধরে অনুপ্রাণিত করবে দেশমাতৃকার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার দৃপ্ত শপথে।

এই মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আজকের এই গৌরবময় দিনে আমি দেশবাসী, সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

পরিশেষে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর উত্তরোত্তর উন্নতি, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সহায় হোন।

মোহাম্মদ ইনামুল বারী
এয়ার মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান